মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪

গবেষণা বিভাগ
(মানি এন্ড ব্যাংকিং উইং)
বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রতিবেদনটি মানি এন্ড ব্যাংকিং উইং, গবেষণা বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত। এ প্রতিবেদন সম্পর্কিত কোন মতামত/পরামর্শ থাকলে তা মোছাঃ নূর নাহার বেগম, পরিচালক, গবেষণা বিভাগ (nur.begum@bb.org.bd), সৈয়দা ইশরাত জাহান, অতিরিক্ত পরিচালক, গবেষণা বিভাগ (syeda.jahan@bb.org.bd), শাহ্ মোঃ সুমন, যুগ্ম-পরিচালক, গবেষণা বিভাগ (sm.sumon@bb.org.bd) এবং মোঃ আল মাহমুদ, সহকারী পরিচালক, গবেষণা বিভাগ (all.mahmud@bb.org.bd) বরাবর ই-মেইলে জানানো যেতে পারে।

মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
(জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪)
সারসংক্ষেপ

মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

- ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জানুয়ারি-মার্চ ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা সরবরাহ (M2) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক হতে ১.৪৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৩৭২.৪২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ'২৪ শেষে মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৮.৯২ শতাংশ, যা জুন'২৪ এর লক্ষ্যমাত্রা ৯.৭০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের প্রকৃত প্রবৃদ্ধির (৯.১৩ শতাংশ) তুলনায় সামান্য কম রয়েছে। *মূলতঃ নীট বৈদেশিক সম্পদ অধিক হ্রাস পাওয়ায় মুদ্রা সরবরাহ-এর প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কিছুটা কম হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহ বৃদ্ধি ও আমদানি ব্যয় কমে আসলেও মূলতঃ লেনদেন ভারসাম্যের আর্থিক হিসাবে ঘাটতির সূত্রে নীট বৈদেশিক সম্পদ আলোচ্য সময়কালে হ্রাস পেয়েছে, যা প্রক্ষেপিত মাত্রার বিপরীতে মুদ্রা সরবরাহের (M2) প্রবৃদ্ধি কম হওয়ার মূল কারণ।*
- অভ্যন্তরীণ ঋণের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৩.৩১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০৩৬৪.৪৯ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ'২৪ শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণে প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১২.১৪ শতাংশ, যা জুন'২৪-এর লক্ষ্যমাত্রা ১৩.৯০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ও মার্চ'২৩ শেষের প্রকৃত প্রবৃদ্ধি ১৬.২১ শতাংশের তুলনায় বেশ কম রয়েছে। *আলোচ্য সময়ে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি (১০.৪৯ শতাংশ) কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা ১০.০ শতাংশ অতিক্রম করলেও সরকারি খাতে ঋণ হ্রাসের প্রেক্ষিতে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণে প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা এবং পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত প্রবৃদ্ধির তুলনায় কম হয়েছে।*
- বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ'২৪ শেষে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঁঞ্জিভূত নিট ঋণ স্থিতি ২০.২৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে ৩৭.৮২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। *উল্লেখ্য, মেগা প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন সময়সীমা প্রায় শেষ পর্যায়ে হওয়ায় এবং সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় সরকার গৃহীত কৃচ্ছতা নীতির সূত্রে বাৎসরিক হিসাবে ব্যাংক ব্যবস্থায় সরকারি খাতে (নিট) ঋণ অনেকটা হ্রাস পেয়েছে।*
- বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ'২৪ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১০.৪৯ শতাংশ, যা জুন'২৪-এর জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বৃদ্ধি পেলেও পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের প্রকৃত প্রবৃদ্ধির (১২.০৩ শতাংশ) তুলনায় কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। *অভ্যন্তরীণ উচ্চ মূল্যস্ফীতির চাপ প্রশমনে গৃহীত সংকোচনমুলক মুদ্রানীতি চলমান থাকলেও supply-side সহায়ক নীতি হিসেবে অধিকতর উৎপাদনমুখী খাত: কৃষি, CMSME ও আমদানি বিকল্প খাতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহ অব্যাহত রাখার প্রয়াসে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি আলোচ্য সময়ে লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করেছে বলে প্রতীয়মান হয়।*
- রিজার্ভ মুদ্রার পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৪.১৭ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৩৫৬৭.৮৯ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। *নীট বৈদেশিক সম্পদ হ্রাসের প্রেক্ষিতে আলোচ্য ত্রৈমাসিকে রিজার্ভ মুদ্রা হ্রাস পেয়েছে। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন'২৪ এর প্রক্ষেপিত ১.০ শতাংশ হ্রাসের বিপরীতে মার্চ'২৪ শেষে রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি ৩.২৪ শতাংশ হয়েছে।*

মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি

- মার্চ'২৪ শেষে CPI based বারো মাসের গড় ভিত্তিক এবং পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট মূল্যস্ফীতি ডিসেম্বর'২৩ এর তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৯.৬৯ শতাংশ এবং ৯.৮১ শতাংশ দাঁড়িয়েছে। *পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট খাদ্য-মূল্যস্ফীতি (রমজান মাসে খাদ্যমূল্য বৃদ্ধির প্রভাবে) ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি অধিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়েছে।*
- সর্বশেষ মে'২৪ শেষে গড় মূল্যস্ফীতি আরো বৃদ্ধি পেয়ে ৯.৭৩ শতাংশে দাঁড়ায় যা চলতি অর্থবছরের মূল্যস্ফীতি সিলিংয়ের (৭.৫০ শতাংশ) তুলনায় ২.২৩ percentage পয়েন্ট বেশি। *মূলতঃ বর্ধিত পরিবহন ব্যয় ও অভ্যন্তরীণ বাজারমূল্য সমন্বয়ে অনমনীয় প্রকৃতি এক্ষেত্রে মূল্যস্ফীতির প্রভাবক হিসেবে কাজ করছে।*

তারল্য, সুদ হার ও শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ পরিস্থিতি

- ব্যাংকসমূহের অতিরিক্ত তরল সম্পদের (সিআরআর ও এসএলআর সংরক্ষণ করার পর) পরিমাণ মার্চ'২৪ শেষে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৬৭৭.০৯ বিলিয়ন টাকা, যা ডিসেম্বর'২৩ শেষে ছিল ১৬৩৩.০৫ বিলিয়ন টাকা। *আলোচ্য ত্রৈমাসিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে তুলনামূলক কম (পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায়) ডলার বিক্রয় (নিট) করায় এবং supply-side এ ঋণ সরবরাহ বৃদ্ধি ও আমানতের সুদহার নিম্নসীমা প্রত্যাহার করার প্রেক্ষিতে বর্তমান সময়ে ব্যাংক খাতে তারল্য পরিস্থিতি কিছুটা উন্নতি হয়েছে।*
- সুদহার বাজারভিত্তিক করার প্রয়াসের মাধ্যমে জুন'২৩ হতে আমানত ও আগামের উভয়ক্ষেত্রেই সুদহারে ঊর্ধ্বমুখীতা দেখা যায় এবং এদের ভারিত গড় সুদহার মার্চ'২৪ শেষে বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৫.১৭ শতাংশ এবং ১০.৩৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। *তবে, অন্তর্বর্তীকালীন গৃহীত পদক্ষেপ SMART+মার্জিন সুদহার ব্যবস্থা সম্প্রতি প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং ঋণে সুদহার সম্পূর্ণরূপে বাজারভিত্তিক করার জন্য ঋণের চাহিদা ও যোগান সাপেক্ষে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে বর্তমানে তা নির্ধারিত হচ্ছে। এছাড়া, আমানত সুদহারে নিম্নসীমা প্রত্যাহার করে স্বীয় বিবেচনায় সুদহার নির্ধারণের জন্যও নির্দেশনা প্রদান করার প্রেক্ষিতে আমানতের প্রকৃত সুদহার সাম্প্রতিক সময়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।*
- ব্যাংকিং খাতে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের (NPL) অনুপাত ডিসেম্বর'২৩ শেষে ছিল ৯.০০ শতাংশ। ডিসেম্বর'২১ পরবর্তী ব্যাংক খাতে NPL উর্ধ্বমুখী হলেও জুন'২৩ পরবর্তী সময় হতে নিম্নমুখী ধারা অব্যাহত রেখেছে। সাম্প্রতিক মুদ্রানীতিতে ব্যাংক খাতে সুশাসন নিশ্চিতকরণে NPL কমিয়ে আনার জন্য একটি roadmap প্রস্তুত ও দ্রুত বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

বৈদেশিক লেনদেন ও বিনিময় হার পরিস্থিতি

- *পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪ সময়কালে আমদানি ব্যয় হ্রাস ও রপ্তানি আয়ে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধির প্রেক্ষিতে বাণিজ্য ভারসাম্যে ঘাটতি হ্রাস এবং রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহ বৃদ্ধির সূত্রে চলতি হিসাব ভারসাম্যে (Current Account Balance) উদ্বৃত্ত হয়েছে। অপরদিকে, একই সময়কালে ট্রেড ক্রেডিট (নিট) ঘাটতি বৃদ্ধি পাওয়ায় আর্থিক হিসাবে (financial account) ঘাটতি বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে, জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪ সময়ে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ঘাটতি বৃদ্ধি পেয়ে ১৩০৩.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়।*
- জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪ ত্রৈমাসিকে রপ্তানি আয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় যথাক্রমে ১৪.০৭ শতাংশ ও ১০.৪২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৪৮৯১.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। আলোচ্য সময়কালে তৈরি পোশাক রপ্তানি আয়ের বৃদ্ধি মূলতঃ (পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় যথাক্রমে ১৭.৩২ শতাংশ ও ১২.৭১ শতাংশ বৃদ্ধি) রপ্তানি আয়ের বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে।
- আলোচ্য ত্রৈমাসিকে আমদানি ব্যয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় যথাক্রমে ৫.০০ শতাংশ ও ৪.৮৬ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ১৫০৩৯.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে।
- প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স আলোচ্য ত্রৈমাসিকে পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় যথাক্রমে ৬.৪৭ শতাংশ ও ১৩.২১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৬২৭৪.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে।

- সম্প্রতি চালু হওয়া Crawling Peg Exchange Rate System এ ডলার প্রতি Crawling Peg Mid Rate (CPMR) ধার্য করা হয়েছে ১১৭.০ টাকা। আন্তঃব্যাংক ও গ্রাহক লেনদেনে তফসিলি ব্যাংকসমূহ স্বাধীনভাবে CPMR এর কাছাকাছি ডলার লেনদেন করবে। যদি বিচ্যুত হয় সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক হস্তক্ষেপ করতে পারে। সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী, ০৫ জুন ২০২৪ তারিখে আন্তঃব্যাংক ডলার প্রতি বিনিময় হার ছিল সর্বনিম্ন ১১৭.৫০ টাকা, সর্বোচ্চ ১১৭.৯৫ টাকা এবং weighted average rate (WAR) ১১৭.৯৪ টাকা ।
- মার্চ'২৪ শেষের গ্রস অফিসিয়াল রিজার্ভ এবং বিপিএম৬ অনুযায়ী রিজার্ভ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৫২৩১.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও ১৯৯১৩.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ৪.৫ মাসের সম্ভাব্য আমদানি ব্যয়ের সমান। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, ২৯ মে ২০২৪ তারিখে গ্রস রিজার্ভ এবং বিপিএম৬ অনুযায়ী রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ২৪২১৬.৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও ১৮৭২২.৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
(জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪)

উন্নত দেশসমূহের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির মাধ্যমে বিশ্বের অধিকাংশ অর্থনীতিতে মূল্যস্ফীতির চাপ কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। এ ধারাবাহিকতায় বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ২০২৪ সালে ২০২৩ সালের প্রাক্কলিত ৩.২ শতাংশে অপরিবর্তিত থাকবে এবং বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি ২০২৩ সালের প্রাক্কলিত ৬.৮ শতাংশ হতে ২০২৪ সালে ৫.৯ শতাংশে ধীর গতিতে হ্রাস পাওয়ার পূর্বাভাস করা হয়েছে[১]। তবে, মধ্যপ্রাচ্যে সাম্প্রতিক অস্থিরতা ও সংকটাপন্ন পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে দেশীয় অর্থনীতিতে চলমান সংকট যথা: ক্রমাগত উচ্চ মূল্যস্ফীতি ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হ্রাস দীর্ঘায়িত হচ্ছে। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধেও সংকোচনমুখী মুদ্রা ও ঋণ নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বেসরকারি খাতের ঋণে জুন'২৪ এর প্রক্ষেপণ ১০.০ শতাংশ প্রবৃদ্ধির বিপরীতে মার্চ'২৪ শেষে লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে ১০.৪৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের মে'২৪ পর্যন্ত গড় মূল্যস্ফীতি ৯.৭৩ শতাংশে দাঁড়ায় যা মূল্যস্ফীতির সিলিংয়ের (৭.৫০ শতাংশ) তুলনায় ২.২৩ percentage পয়েন্ট বেশি। মূলতঃ বর্ধিত পরিবহন ব্যয় ও অভ্যন্তরীণ বাজারমূল্য সমন্বয়ে অনমনীয় প্রকৃতি এক্ষেত্রে মূল্যস্ফীতির প্রভাবক রূপে ভূমিকা রাখছে। এছাড়া, জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪ ত্রৈমাসিকে লেনদেন ভারসাম্যের চলতি হিসাবে উদ্ধৃত্ত হলেও আর্থিক হিসাবে ঘাটতি বৃদ্ধির ফলে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ঘাটতি বৃদ্ধি পেয়ে ১৩০৩.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়।

১। মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

মুদ্রা সরবরাহ (M2)

২০২৩-২৪ অর্থবছরের জানুয়ারি-মার্চ ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা সরবরাহ (M2) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ১৯০৯১.৪৮ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১.৪৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৩৭২.৪২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক (ডিসেম্বর'২৩) এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক (মার্চ'২৩) শেষে মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ১.৭০ শতাংশ ও ১.১৮ শতাংশ। মুদ্রা সরবরাহ-এর উৎসভিত্তিক বিশ্লেষণ হতে দেখা যায়, আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদ ৬.৫০ শতাংশ হ্রাস এবং নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ ২.৮৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ'২৪ শেষে মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৮.৯২ শতাংশ, যা জুন'২৪ এর লক্ষ্যমাত্রা ৯.৭০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের প্রকৃত প্রবৃদ্ধির (৯.১৩ শতাংশ) তুলনায় সামান্য কম রয়েছে। উল্লেখ্য, বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ'২৪ শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদ ১৫.৬৬ শতাংশ হ্রাসের বিপরীতে নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ ১৪.০৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায় (চার্ট-১)। মূলতঃ নীট বৈদেশিক সম্পদের অধিক হ্রাসের কারণে মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কিছুটা কম হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহ বৃদ্ধি ও আমদানি ব্যয় কমে আসলেও লেনদেন ভারসাম্যের আর্থিক হিসাবে ঘাটতির সূত্রে নীট বৈদেশিক সম্পদ আলোচ্য সময়কালে হ্রাস পেয়েছে, যা প্রক্ষেপিত মাত্রার বিপরীতে মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধি হ্রাস পাওয়ার মূল কারণ।

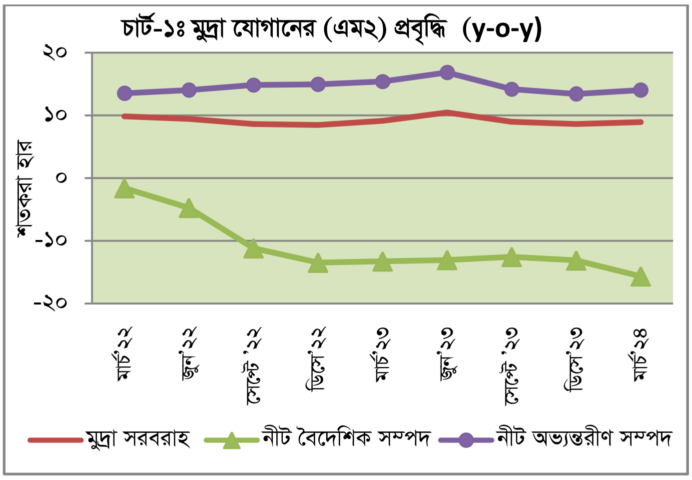

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ. বাংলাদেশ ব্যাংক।

[১] ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, এপ্রিল ২০২৪; আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)

অভ্যন্তরীণ ঋণ

জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪ ত্রৈমাসিক শেষে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ১৯৭১২.২২ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৩.৩১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০৩৬৪.৪৯ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ'২৪ শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণে প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১২.১৪ শতাংশ, যা জুন'২৪-এর লক্ষ্যমাত্রা ১৩.৯০ শতাংশ ও মার্চ'২৩ শেষের প্রকৃত প্রবৃদ্ধি ১৬.২১ শতাংশের তুলনায় বেশ কম রয়েছে। অভ্যন্তরীণ ঋণের উপাদানভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায় বেসরকারি খাতে ঋণের অধিক মাত্রায় প্রবৃদ্ধির ফলে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আলোচ্য সময়ে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি (১০.৪৯ শতাংশ) কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা (১০.০ শতাংশ) অতিক্রম করলেও সরকারি খাতে ঋণ হ্রাসের প্রেক্ষিতে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণে প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা এবং পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত প্রবৃদ্ধির (১২.০৩ শতাংশ) তুলনায় কম হয়েছে (চার্ট-২)। মোট অভ্যন্তরীণ ঋণে বেসরকারি খাতের অংশ মার্চ'২৩ শেষের ৭৯.৬৭ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে মার্চ'২৪ শেষে ৭৮.৫০ শতাংশে দাঁড়ায়। অভ্যন্তরীণ উচ্চ মূল্যস্ফীতির চাপ প্রশমনে গৃহীত সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি চলমান থাকলেও supply-side সহায়ক নীতি হিসেবে অধিকতর উৎপাদনমুখী খাত: কৃষি, CMSME ও আমদানি বিকল্প খাতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহ অব্যাহত রাখার প্রয়াসে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি আলোচ্য সময়ে লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করেছে বলে প্রতীয়মান হয়।

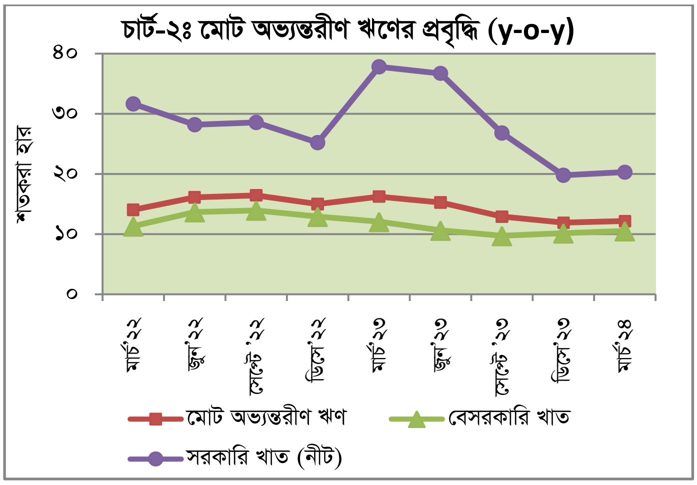

চার্ট-২ঃ মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঁজিভূত (cumulative) নিট ঋণ স্থিতি পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১১.০২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে ৩৯০৪.০১ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ৫.১৯ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ'২৪ শেষে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঁজিভূত নিট ঋণ স্থিতি ২০.২৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা মার্চ'২৩ শেষে ৩৭.৮২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। উল্লেখ্য, মেগা প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন সময়সীমা প্রায় শেষ পর্যায়ে হওয়ায় এবং সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় সরকার গৃহীত কৃচ্ছতা নীতির সূত্রে বাৎসরিক হিসাবে ব্যাংক ব্যবস্থায় সরকারি খাতে (নিট) ঋণ অনেকটা হ্রাস পেয়েছে।

নীট বৈদেশিক সম্পদ (NFA)

জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪ ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংক ব্যবস্থার নীট বৈদেশিক সম্পদের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৬.৫০ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ২৫৯৪.৩৬ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে, যেখানে পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে এ হ্রাসের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫.৪১ এবং ৩.৬৯ শতাংশ। বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ'২৪ শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদ ১৫.৬৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে, যা জুন'২৪ এর প্রক্ষেপিত পরিমাণের (২.৪০ শতাংশ হ্রাস) চেয়ে উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী বছরের একই সময় (মার্চ'২৩ শেষে) নীট বৈদেশিক সম্পদের হ্রাসের হার ছিল ১৩.৬৯ শতাংশ।

রিজার্ভ মুদ্রা

জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪ ত্রৈমাসিক শেষে রিজার্ভ মুদ্রার পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ৩৭২৩.১৬ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৪.১৭ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৩৫৬৭.৮৯ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে রিজার্ভ মুদ্রা ৮.১৬ শতাংশ বৃদ্ধি এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে ৯.০৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। উপাদানভিত্তিক তুলনায় দেখা যায় বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদ হ্রাসের প্রেক্ষিতে জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪ ত্রৈমাসিকে রিজার্ভ মুদ্রা হ্রাস পেয়েছে। উল্লেখ্য, আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ১২৪১.১৭ বিলিয়ন টাকা থেকে ৪.৬৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১২৯৮.৯৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় এবং নীট বৈদেশিক সম্পদ ২৪৮১.৯৯ বিলিয়ন টাকা থেকে ৮.৫৯ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ২২৬৮.৯১ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। বাৎসরিক ভিত্তিক তুলনায়, জুন'২৪ এর প্রক্ষেপিত ১.০ শতাংশ হ্রাসের বিপরীতে রিজার্ভ মুদ্রার মার্চ'২৪ শেষে ৩.২৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে, যেখানে পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে প্রকৃত প্রবৃদ্ধি ছিল ৭.৬১ শতাংশ (চার্ট-৩)।

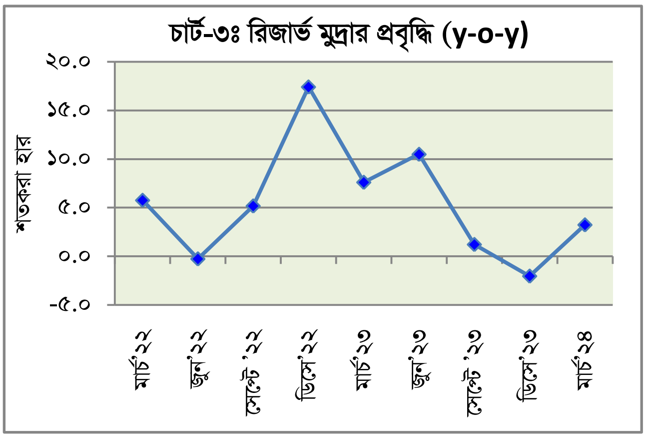

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

২। তারল্য পরিস্থিতি

ডিসেম্বর'২৩ শেষের ১৬৩৩.০৫ বিলিয়ন টাকার তুলনায় মার্চ'২৪ শেষে ব্যাংকসমূহের বিধিবদ্ধ রিজার্ভের অতিরিক্ত তরল সম্পদের (সিআরআর ও এসএলআর সংরক্ষণ করার পর) পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৬৭৭.০৯ বিলিয়ন টাকা। উল্লেখ্য, জুন'২২ হতে ডিসেম্বর'২২ পর্যন্ত সময়ে ব্যাংক খাতে অতিরিক্ত তরল সম্পদের নিম্নমুখী গতিধারা দেখা যায়, যা পরবর্তীতে কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও পুনরায় জুন'২৩ পরবর্তী সময়ে হ্রাসমান ছিল। তবে সম্প্রতি মার্চ'২৪ শেষে অতিরিক্ত তরল সম্পদ কিছুটা উর্ধ্বমুখী হচ্ছে (চার্ট-৪)।

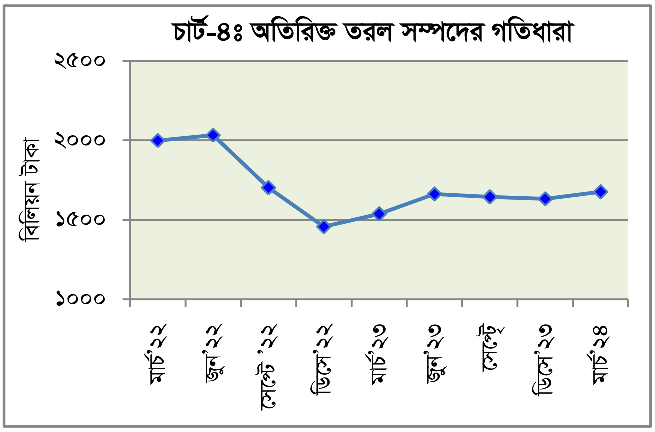

উৎসঃ ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪ ত্রৈমাসিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে তুলনামূলক কম (পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায়) ডলার (নিট) বিক্রয় করায় এবং supply-side এ ঋণ সরবরাহ বৃদ্ধি ও আমানতের সুদহার নিম্নসীমা প্রত্যাহার করার প্রেক্ষিতে বর্তমান সময়ে ব্যাংক খাতে তারল্য পরিস্থিতি কিছুটা উন্নতি হয়েছে।

৩। সুদ হার পরিস্থিতি

তফসিলি ব্যাংকগুলোর আমানতের (deposits) ভারিত গড় সুদ হার ডিসেম্বর'২৩ শেষের ৪.৭০ শতাংশের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ'২৪ শেষে ৫.১৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, এবং আগামের (advances) ভারিত গড় সুদ হার ডিসেম্বর'২৩ শেষের ৯.৩৬ শতাংশের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ'২৪ শেষে ১০.৩৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। মূলত: জুন'২৩ হতে সুদহার বাজারভিত্তিক করার প্রয়াসের ফলে আমানত ও আগাম উভয় ক্ষেত্রেই সুদহারে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা যায় (চার্ট-৫)। উল্লেখ্য, অন্তর্বর্তীকালীন পদক্ষেপ হিসেবে (বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৯ তারিখ: ১৯ জুন ২০২৩ এর মাধ্যমে) প্রবর্তিত বাজারভিত্তিক SMART[২]+মার্জিন সুদহার ব্যবস্থা কার্যকর ছিল যা (বিআরপিডি সার্কুলার নং-১০ তারিখ: ০৮ মে ২০২৪) সম্প্রতি প্রত্যাহার করা হয়েছে। ঋণ সুদহার সম্পূর্ণরূপে বাজারভিত্তিক করার লক্ষ্যে ব্যাংক খাতে ঋণের চাহিদা ও যোগান সাপেক্ষে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে বর্তমানে ঋণের সুদহার নির্ধারিত হয়। এছাড়া, আমানত সুদহারে নিম্নসীমা প্রত্যাহার করে স্বীয় বিবেচনায় সুদহার নির্ধারণের জন্যও নির্দেশনা প্রদান করার প্রেক্ষিতে আমানতের প্রকৃত সুদহার বর্তমান সময়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। উপরন্তু, intermediation spread এর বাধ্যতামূলক সীমা নির্ধারণের আবশ্যকতা সংক্রান্ত নির্দেশনাও রহিত করা হয়েছে।

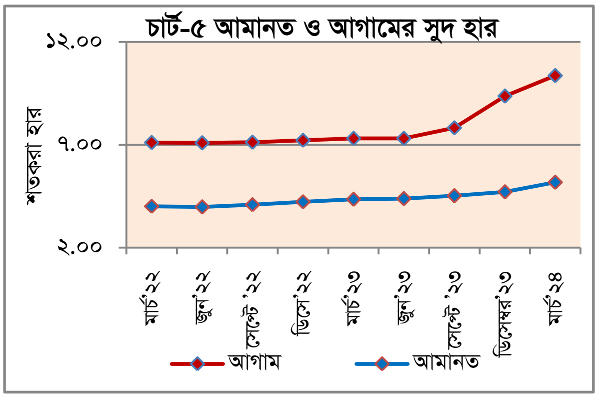

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৪। মোট শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের অনুপাত

সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, ব্যাংক খাতের মোট ঋণে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ (NPL) অনুপাত[৩] ডিসেম্বর'২৩ ও সেপ্টেম্বর'২৩ শেষে ছিল যথাক্রমে ৯.০০ শতাংশ ও ৯.৯৩ শতাংশ। উল্লেখ্য, ডিসেম্বর'২১ পরবর্তী ব্যাংক খাতে NPL ঊর্ধ্বমুখী (ডিসেম্বর'২২ ব্যতিত) হলেও জুন'২৩ পরবর্তী সময় হতে নিম্নমুখী ধারা অব্যাহত রেখেছে (চার্ট-৬)। প্রদত্ত ঋণের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও ইচ্ছাকৃত খেলাপী ঋণগ্রহীতা চিহ্নিতকরণ ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থাদির সুস্পষ্ট নীতিমালাসহ ব্যাংক-কোম্পানী (সংশোধন) আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১৩ নং আইন) NPL হ্রাসে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে বলে প্রতীয়মান হয়। এছাড়া, মুদ্রানীতিতে ব্যাংক খাতে সুশাসন নিশ্চিতকরণে NPL কমিয়ে আনার জন্য একটি কর্মকৌশল (roadmap) প্রস্তুত ও দ্রুত বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

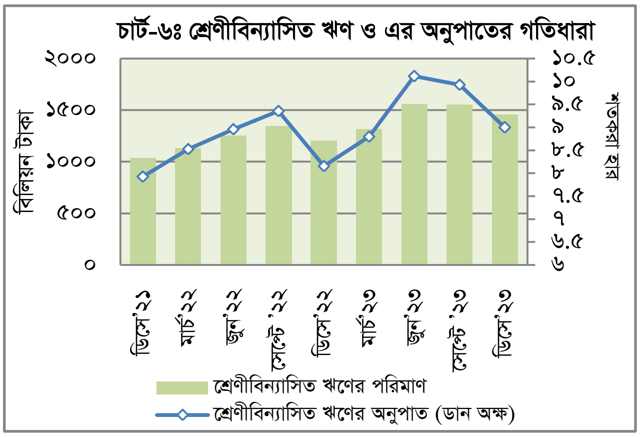

উৎসঃ ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৫। মূল্যস্ফীতি[৪]

CPI based বারো মাসের গড় ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি ডিসেম্বর'২৩ শেষের ৯.৪৮ শতাংশের চেয়ে মার্চ'২৪ শেষে বৃদ্ধি পেয়ে ৯.৬৯ শতাংশে দাঁড়ায়। পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক হেডলাইন মূল্যস্ফীতিও ডিসেম্বর'২৩ শেষের ৯.৪১ শতাংশের তুলনায় অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ'২৪ শেষে ৯.৮১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

---

[২] Six Month Moving Average Interest Rate of Treasury Bill

[৩] মোট শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের অনুপাত = (মোট শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ স্থিতি/মোট ঋণ স্থিতি)।

পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট খাদ্য-মূল্যস্ফীতি (রমজান মাসে খাদ্য মূল্য বৃদ্ধির প্রভাবে) ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি অধিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট হেডলাইন ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি মার্চ'২৪ শেষে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, মে'২৪ শেষে গড় মূল্যস্ফীতি আরো বৃদ্ধি পেয়ে ৯.৭৩ শতাংশে দাঁড়ায় যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরের মূল্যস্ফীতি সিলিংয়ের (৭.৫০ শতাংশ) তুলনায় এখনো ২.২৩ percentage পয়েন্ট বেশি। মূলতঃ বর্ধিত পরিবহন ব্যয় ও অভ্যন্তরীণ বাজারমূল্য সমন্বয়ে অনমনীয় প্রকৃতি এক্ষেত্রে মূল্যস্ফীতিক প্রভাবক হিসেবে কাজ করছে।

চার্ট-৭ঃ সাধারণ মূল্যস্ফীতির ত্রৈমাসিক গতিধারা (ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬)*

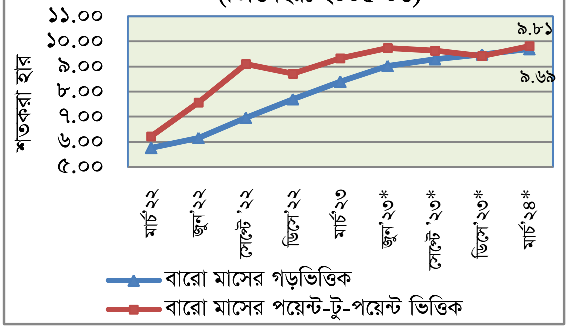

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। * ভিত্তিবছরঃ ২০২১-২২

অর্থ ও ঋণ পরিস্থিতিসহ জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪ ত্রৈমাসিকে নির্বাচিত কিছু সূচকের তুলনামূলক অবস্থা সংযোজনী-১ তে তুলে ধরা হলো।

৬। মুদ্রা বাজার কার্যক্রম

ব্যাংক খাতের তারল্য নিয়ন্ত্রণ এবং আন্তঃব্যাংক কলমানি সুদহার 'নীতি সুদহার করিডোর' সীমার মধ্যে রাখার জন্য মুদ্রা বাজারে নিয়মিত রেপো নিলাম পরিচালনা করা হয়। জানুয়ারি-জুন ২০২৪ সময়কালে মুদ্রানীতিতে গৃহীত পদক্ষেপ হিসেবে নীতি সুদহার করিডোর ±২০০ বেসিস পয়েন্ট থেকে কমিয়ে ±১৫০ বেসিস পয়েন্ট করা হয়। ওভারনাইট রেপো নীতি সুদহার ৮.০০ শতাংশ, স্ট্যান্ডিং লেন্ডিং ফ্যাসিলিটি (এসএলএফ) সুদহার ৯.৫০ শতাংশ এবং স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি (এসডিএফ) সুদহার ৬.৫০ শতাংশে পুনঃনির্ধারিত হয়, যা জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪ ত্রৈমাসিকে কার্যকর ছিল (এমপিডি সার্কুলার নং-১ তারিখ: ১৭ জানুয়ারি ২০২৪)।

কলমানিঃ জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪ ত্রৈমাসিকে কলমানি সুদহার দৈনিক ভিত্তিতে সর্বনিম্ন ৬.৭৫ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ১০.০০ শতাংশের মধ্যে ছিল। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে কলমানি মার্কেটে মোট ১৮২৬.১২ বিলিয়ন টাকা লেনদেন হয়, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ২৫৫৮.২২ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ২৮.৬২ শতাংশ কম। ভারিত গড় কলমানি সুদহার ডিসেম্বর'২৩ শেষের ৮.৮৪ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে মার্চ'২৪ শেষে ৮.৭৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

রেপো[৫] নিলামঃ জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪ ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে রেপো এর ৬০টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল নিলামে ১দিন মেয়াদি ৪০২৮.৬০ বিলিয়ন টাকার ৪৩১৭টি দরপত্র, ৭দিন মেয়াদি ৫০৮৭.৯০ বিলিয়ন টাকার ৭২৩৪টি দরপত্র এবং ২৮দিন মেয়াদি ৪৮.৬৩ বিলিয়ন টাকার ১২৯টি দরপত্র গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে রেপো এর ৬২টি নিলামে ১দিন মেয়াদি ৫১৯৪.৮৯ বিলিয়ন টাকার ৪৪৮৫টি দরপত্র এবং ৭দিন মেয়াদি ৪৫৮৩.১৯ বিলিয়ন টাকার ৫৮২৯টি দরপত্র গৃহীত হয়েছিল।

এছাড়া, জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪ ত্রৈমাসিকে Assured রেপো সুবিধার মোট ১২টি নিলামের মাধ্যমে মোট ১৯৭.০৫ বিলিয়ন টাকার বিভিন্ন মেয়াদি ৩০টি দরপত্র এবং লিকিউডিটি সাপোর্ট (এলএসআর) এর আওতায় ১.১০ বিলিয়ন টাকার ০১টি দরপত্র গৃহীত হয়। উল্লেখ্য, ব্যাংকসমূহের তারল্য চাহিদা বজায় থাকায় রেপো নিলামের মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় কিছুটা হ্রাস পেলেও Assured রেপো সুবিধার মাধ্যমে কিছু ঋণ গৃহীত হয়েছে।

স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি[৬]ঃ মুদ্রাবাজারে তারল্য চাহিদা বিদ্যমান থাকায় এবং বাজারে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে আলোচ্য ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটির কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি।

সরকারি ট্রেজারি বিলঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ট্রেজারি বিলের সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ১২টি নিলামের মাধ্যমে পূর্ব নির্ধারিত মোট ৯৩২.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৭৬৪.৬৬ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের (face value) ৩০০৪টি দরপত্র

---

[৫] দৈনিক ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহের জন্য অনুষ্ঠিত রেপো নিলামে ওভারনাইট রেপো, লিকিউডিটি সাপোর্ট ফ্যাসিলিটি ও স্ট্যান্ডিং লেন্ডিং ফ্যাসিলিটি নিলাম অন্তর্ভুক্ত।

[৬] রিভার্স রেপো নিলামকে 'নীতি সুদহার করিডোর'-এর নিম্নসীমা বা স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে মোট ৮৭৭.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৫৩৪.৯৯ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের (face value) ১৭৪০টি দরপত্র গৃহীত হয়েছিল।

বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ডঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের মোট ১৩টি নিলামের মাধ্যমে পূর্ব নির্ধারিত মোট ২৯৫.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৯৮.৪৯ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের (face value) ১৫৬৩টি দরপত্র গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে মোট ২৩৬.৫০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১২১.৯২ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের (face value) ৭০০টি দরপত্র গৃহীত হয়েছিল।

জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪ ত্রৈমাসিকে ট্রেজারি বন্ডের গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারিত গড় বার্ষিক আয় পরিসীমা ছিল ১১.৪১৮২ শতাংশ থেকে ১২.২৩৮৭ শতাংশ। উল্লেখ্য, মার্চ'২৪ শেষে সকল মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের মোট স্থিতি দাঁড়ায় ৩৮৯৯.৫৫ বিলিয়ন টাকা, যা ডিসেম্বর'২৩ শেষের তুলনায় ২.৯৭ শতাংশ বেশি।

বাংলাদেশ ব্যাংক বিলঃ বাজারে পর্যাপ্ত উদ্বৃত্ত তারল্য না থাকায় জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪ ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বিল ইস্যুর মাধ্যমে মুদ্রা বাজার হতে অর্থ উত্তোলনের প্রয়োজন হয়নি। এ কারণে পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ন্যায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকেও বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি। উল্লেখ্য, মার্চ'২৪ শেষে বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের স্থিতি ছিল শূন্য।

ইসলামিক ব্যাংকস্ লিকুইডিটি ফ্যাসিলিটি (আইবিএলএফ)ঃ ৭, ১৪ ও ২৮-দিন মেয়াদি 'Islamic Banks Liquidity Facility (IBLF)'-এর অধীনে জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪ ত্রৈমাসিকে ৫৫টি নিলামের মাধ্যমে বিভিন্ন মেয়াদি ৫৯৮.৭৫ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের (face value) ১৩৩টি দরপত্র গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে IBLF-এর ৪৪টি নিলামের মাধ্যমে ৪৯৩.০৯ বিলিয়ন টাকার ১৩১টি দরপত্র গৃহীত হয়েছিল।

মুদারাবা লিকুইডিটি সাপোর্ট (এমএলএস)ঃ ৭, ১৪ ও ২৮-দিন মেয়াদি 'Mudarabah Liquidity Support (MLS)'-এর আওতায় জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪ ত্রৈমাসিকে ০৫টি নিলামের মাধ্যমে ৭.৪৫ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের (face value) ০৯টি দরপত্র গৃহীত হয়, যেখানে পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে MLS-এর ০২টি নিলামে ৪.৪৬ বিলিয়ন টাকার ০২টি দরপত্র গৃহীত হয়েছিল। উল্লেখ্য, শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংকসমূহ MLS-এর মাধ্যমে কিছুটা ঋণ গ্রহণ করছে।

৭। বৈদেশিক লেনদেন পরিস্থিতি

রপ্তানিঃ জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪ ত্রৈমাসিকে রপ্তানি আয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় যথাক্রমে ১৪.০৭ শতাংশ ও ১০.৪২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৪৮৯১.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দাঁড়ায়। আলোচ্য সময়কালে তৈরি পোশাক রপ্তানি আয়ের বৃদ্ধি মূলতঃ (পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় যথাক্রমে ১৭.৩২ শতাংশ ও ১২.৭১ শতাংশ বৃদ্ধি) রপ্তানি আয়ের বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে।

আমদানিঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে আমদানি ব্যয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় যথাক্রমে ৫.০০ শতাংশ ও ৪.৮৬ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ১৫০৩৯.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দাঁড়ায় ।

রেমিট্যান্সঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় যথাক্রমে ৬.৪৭ শতাংশ ও ১৩.২১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৬২৭৪.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দাঁড়ায় ।

বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য (BOP)ঃ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪ সময়কালে আমদানি ব্যয় হ্রাস ও রপ্তানি আয়ে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধির প্রেক্ষিতে বাণিজ্য ভারসাম্যে ঘাটতি হ্রাস এবং রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহ বৃদ্ধির সূত্রে চলতি হিসাব ভারসাম্যে (Current Account Balance) ৩৮৪৩.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত হয়। অপরদিকে, একই সময়কালে ট্রেড ক্রেডিট (নিট) ঘাটতি বৃদ্ধি পাওয়ায় আর্থিক হিসাবে (financial account) ঘাটতি বৃদ্ধি পেয়ে ৪০২৩.০ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায় (সারণি-১)। ফলে, উল্লেখিত সময়ে লেনদেন ভারসাম্যের চলতি হিসাবে উদ্বৃত্ত সত্ত্বেও আর্থিক হিসাবে ঘাটতি বৃদ্ধির কারণে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ঘাটতি বৃদ্ধি পেয়ে ১৩০৩.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যা বৈদেশিক মুদ্রার মজুদে নেতিবাচক প্রভাব রাখছে।

বৈদেশিক লেনদেনের গতিধারা সারণী-১ এ তুলে ধরা হলো।

সারণি-১ ঃ বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্যের গতিধারা

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

	অর্থবছর ২০২১-২২	অর্থবছর ২০২২-২৩[স]	জানুয়ারি-মার্চ: অর্থবছর ২০২৩[স]	অক্টোবর-ডিসেম্বর: অর্থবছর ২০২৪[সা]	জানুয়ারি-মার্চ: অর্থবছর ২০২৪[সা]
বাণিজ্যিক ভারসাম্য	**-৩৩২৫০**	**-১৭১৬৩**	**-২৩২১**	**-২৭৭৭**	**-১৪৮**
রপ্তানি (f.o.b)	৪৯২৪৫	৫২৩৩২	১৩৪৮৬	১৩০৫৪	১৪৮৯১
আমদানি (f.o.b)	৮২৪৯৫	৬৯৪৯৫	১৫৮০৭	১৫৮৩১	১৫০৩৯
সেবা	-৩৯৮৭	-৪৩৮৪	-৯৩১	-১১০৮	-১৪৩৮
প্রাইমারি ইনকাম	-২৭২৬	-৩৪০৭	-৮০৫	-১৩৩৫	-৯৯১
সেকেন্ডারি ইনকাম	২১৭৬৭	২২২৮৯	৫৬৮১	৬০৫৭	৬৪২০
প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স	২১০৩২	২১৬১১	৫৫৪২	৫৮৯৩	৬২৭৪
চলতি হিসাবের ভারসাম্য	**-১৮১৯৬**	**-২৬৬৫**	**১৬২৪**	**৮৩৭**	**৩৮৪৩**
মূলধনী হিসাব	৬১০	৪৭৫	১১৬	১১৮	১২৭
আর্থিক হিসাব	১৬৬৯১	-২০৭৮	-৩০৭২	-১১৫৮	-৪০২৩
সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য	**-৬৬৫৬**	**-৮২২২**	**-২০৩৪**	**-৫৯৮**	**-১৩০৩**

স=সংশোধিত, সা =সাময়িক,

উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৮। বিনিময় হার পরিস্থিতি

নামিক বিনিময় হার (Nominal Exchange Rate)

মার্চ'২৪ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা বাজার বিনিময়[৭] হার ডিসেম্বর'২৩ শেষের ১১০.০০ টাকায় অপরিবর্তিত ছিল। টাকা-ডলার বিনিময় হারে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুন'২৩-মার্চ'২৪ সময়কালে শতকরা ১.৪৯ ভাগ অবচিতি (depreciation) হয়েছে। উল্লেখ্য, জুন'২৩ শেষে বিনিময় হার ছিল ১০৮.৩৬ টাকা (চার্ট-৮)। বিনিময় হারে দৃশ্যমান চাপ প্রশমন করার নিমিত্তে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ডলার ক্রয়-বিক্রয় করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪ সময়ে ২০১৫.৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার নিট বিক্রয় করা হয়েছে, যেখানে বিগত বছরের একই ত্রৈমাসিকে নিট ডলার বিক্রয় করা হয়েছিল ৩১১৪.৫৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

চার্ট-৮ঃ টাকা-ডলার বিনিময় হার

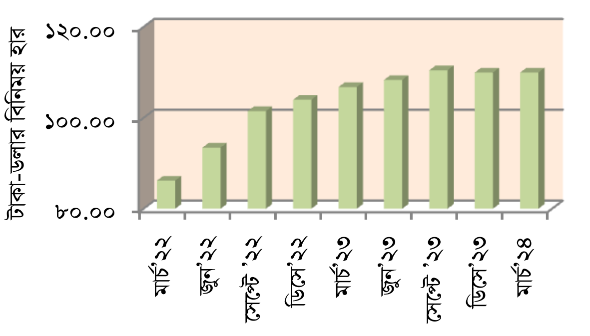

উৎসঃ মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

মুদ্রানীতির সাম্প্রতিক পদক্ষেপ হিসেবে ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেটে নমনীয়তা ও স্থিতিশীলতা আনয়নে (এফই সার্কুলার নং-০৯ তারিখ: ০৮ মে ২০২৪) ডলারের spot ক্রয় ও বিক্রয়ের জন্য Crawling Peg Exchange Rate System চালু করা হয়েছে, যেখানে ডলার প্রতি Crawling Peg Mid Rate (CPMR) ধার্য করা হয়েছে ১১৭.০ টাকা। আন্তঃব্যাংক ও গ্রাহক লেনদেনের ক্ষেত্রে তফসিলি ব্যাংকসমূহ স্বাধীনভাবে CPMR এর কাছাকাছি ডলার ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবে। যদি বিচ্যুত হয় সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক হস্তক্ষেপ করতে পারে। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, ০৫ জুন ২০২৪ তারিখে আন্তঃব্যাংকে ডলার প্রতি বিনিময় হার[৮] ছিল সর্বনিম্ন ১১৭.৫০ টাকা, সর্বোচ্চ ১১৭.৯৫ টাকা এবং weighted average rate (WAR) ১১৭.৯৪ টাকা।

[৭] টাকা-ডলার বিনিময় হার (মাস শেষে) বাংলাদেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিলারস্ অ্যাসোসিয়েশন (BAFEDA) প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী।
[৮] ফরেক্স রিজার্ভ এন্ড ট্রেজারী ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক এর তথ্যানুযায়ী।

প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার সূচক (Real Effective Exchange Rate-REER Index)

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে টাকার প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (REER) সূচক ডিসেম্বর'২৩ শেষের ১০২.৪২ থেকে ২.৫৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ'২৪ শেষে ১০৫.০৭[৯] এ দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকে যথাক্রমে ৩.৯০ শতাংশ ও ২.০৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। প্রধান বৈদেশিক বাণিজ্যে অংশীদার দেশসমূহের তুলনায় দেশের প্রাক্কলিত আপেক্ষিক মূল্য সূচকের (RPI) মান বৃদ্ধি পাওয়ায় REER সূচক আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৯। বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ

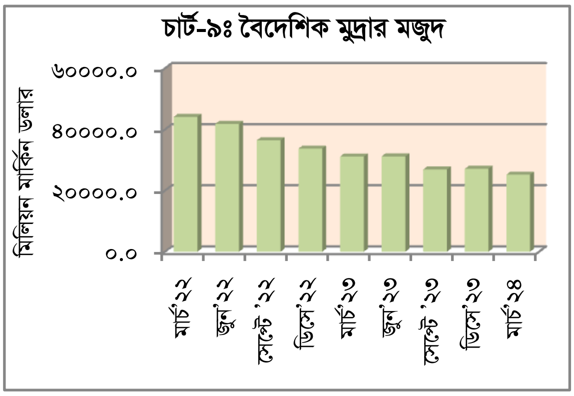

উৎসঃ একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বহিঃখাতে স্থিতিশীলতা রক্ষা, বাধ্যতামূলক পরিশোধ নিশ্চিত করা এবং দেশীয় মুদ্রার স্থিতিশীলতা রক্ষার লক্ষ্যে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ সংরক্ষণ করা হয়। বৈদেশিক বাণিজ্য, প্রবাসী আয়, সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ, বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ এবং অন্যান্য বৈদেশিক (নিট) অন্তঃপ্রবাহের উপর রিজার্ভের পরিমাণ নির্ভর করে। মার্চ'২৪ শেষের গ্রস অফিসিয়াল রিজার্ভ এবং বিপিএম৬ অনুযায়ী রিজাভ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৫২৩১.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও ১৯৯১৩.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (চার্ট-৯), যা ৪.৫ মাসের সম্ভাব্য আমদানি ব্যয় মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত। জানুয়ারি-মার্চ'২৪ ত্রৈমাসিকে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ঘাটতি বৃদ্ধির নেতিবাচক প্রভাবে ফরেক্স রিজার্ভে চাপ বর্তমান সময়েও অব্যাহত রয়েছে। উল্লেখ্য, ডিসেম্বর'২৩ এবং মার্চ'২৩ শেষে গ্রস রিজার্ভের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৭১৩০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায় ৪.৬ মাসের আমদানি ব্যয়ের সমান) এবং ৩১১৪২.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায় ৫.৮ মাসের আমদানি ব্যয়ের সমান)।

সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, ২৯ মে ২০২৪ তারিখে গ্রস রিজার্ভ এবং বিপিএম৬ অনুযায়ী রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ২৪২১৬.৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও ১৮৭২২.৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

১০। জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৪ ত্রৈমাসিকে অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

- মনিটারি পলিসি কমিটি'র ২য় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ওভারনাইট রেপো নীতি সুদহার ২৫ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করে ৭.৭৫ শতাংশ হতে ৮.০০ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়। এছাড়া, নীতি সুদহার করিডোরের উর্দ্ধসীমা স্ট্যান্ডিং লেন্ডিং ফ্যাসিলিটি (এসএলএফ) সুদহার ২৫ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে ৯.৭৫ শতাংশ হতে ৯.৫০ শতাংশে এবং নিম্নসীমা স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি (এসডিএফ) সুদহার ৭৫ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করে ৫.৭৫ শতাংশ হতে ৬.৫০ শতাংশে নির্ধারণ করে ২১ জানুয়ারি ২০২৪ হতে কার্যকর করা হয়েছে। (বিস্তারিতঃ এমপিডি, ১৭ জানুয়ারি ২০২৪, jan172024mpd01.pdf (bb.org.bd))
- ব্যাংকের ডমেস্টিক ব্যাংকিং হতে অফশোর ব্যাংকিং এ তহবিল স্থানান্তর রহিত করা হয়েছে এবং ইতঃপূর্বে ডমেস্টিক ব্যাংকিং হতে অফশোর ব্যাংকিং এ স্থানান্তরিত তহবিল পর্যায়ক্রমে হ্রাসপূর্বক ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে সমন্বয়ের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। (বিস্তারিতঃ বিআরপিডি, ১৬ জানুয়ারি ২০২৪, jan162024brpdl04.pdf (bb.org.bd))
- প্রকল্প ঋণের ক্ষেত্রে প্রকল্পের আয়/Sales Proceed সংগ্রহ করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্প ঋণ প্রদানকারী ব্যাংকে এবং সিন্ডিকেটেড ফাইন্যান্সিং-এর আওতায় লীড ব্যাংকে প্রকল্পের নামে Escrow Account/ Revenue Account খোলার নির্দেশনা দেওয়া হয়। এছাড়া, ঋণ আদায় নিশ্চিত করার জন্য ব্যাংক কর্তৃক বর্ণিত হিসাবে প্রকল্প

[৯] প্রাক্কলিত।

আয়/Sales Proceed জমা গ্রহণ তদারকি করারও নির্দেশ দেওয়া হয়। (বিস্তারিতঃ বিআরপিডি, ১৮ জানুয়ারি ২০২৪, jan182024brpd01.pdf (bb.org.bd))

- ঋণ ও অগ্রিমের জন্য SMART+সর্বোচ্চ ৩.৫% মার্জিন, প্রি-শিপমেন্ট রপ্তানি ঋণ এবং কৃষি ও পল্লী ঋণের জন্য SMART+সর্বোচ্চ ২.৫% মার্জিনে সুদহার নির্ধারণ করার নির্দেশনা ০১ মার্চ ২০২৪ হতে কার্যকর ছিল। তবে, পরবর্তীতে ০১ এপ্রিল ২০২৪ হতে ঋণ ও অগ্রিমে SMART+সর্বোচ্চ ৩.০% মার্জিন, প্রি-শিপমেন্ট রপ্তানি ঋণ এবং কৃষি ও পল্লী ঋণে SMART+সর্বোচ্চ ২.০% মার্জিন সুদহার প্রযোজ্য মর্মে নির্দেশনা জারি করা হয়। (বিস্তারিতঃ বিআরপিডি, ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, feb292024brpdl11.pdf (bb.org.bd); বিআরপিডি, ৩১ মার্চ ২০২৪, mar312024brpdl16.pdf (bb.org.bd))
- সরকার কর্তৃক সার ও বিদ্যুতের ভর্তুকি বাবদ ইস্যুকৃত 'বাংলাদেশ সরকার স্পেশাল পারপাস বন্ড' এর ক্ষেত্রে প্রাইমারি ডিলার ব্যাংকের ন্যূনতম Held-for-Trading সিকিউরিটিজ হিসাবায়নে ব্যাংকের ধারণকৃত মোট সিকিউরিটিজ হিসাবায়নের বাইরে থাকবে এবং নন-প্রাইমারি ডিলার ব্যাংকের Held-to-Maturity পোর্টফোলিও-এর সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ সংক্রান্ত হিসাবায়নের বাইরে থাকবে। (বিস্তারিতঃ ডিওএস, ৩০ জানুয়ারি ২০২৪, jan302024dosl03.pdf (bb.org.bd))
- ফাইন্যান্স কোম্পানিসমূহে আমানতের সুদ/মুনাফার সর্বোচ্চ হার SMART+২.৫%, এবং ঋণ/লিজ/বিনিয়োগের সুদ/মুনাফার সর্বোচ্চ হার SMART+৫.৫% নির্ধারণ করা হয়। (বিস্তারিতঃ ডিএফআইএম, ০৫ মার্চ ২০২৪, mar052024dfiml08.pdf (bb.org.bd))
- স্থানীয় বৈদেশিক মুদ্রা বাজারের গতিশীলতা বিবেচনায়, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মধ্যে currency swap ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। (বিস্তারিতঃ এফইপিডি, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, feb152024fepd06e.pdf (bb.org.bd))

১১। স্বল্প মেয়াদি সম্ভাবনা

ব্যাংকিং খাতে বর্তমানে অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ ক্রমবর্ধমান শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ হ্রাস যা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রণীত কর্মকৌশলের (roadmap) অধীনে ঋণ অবলোপনের টেন্যর তিনবছর থেকে কমিয়ে দু'বছর করা হয়েছে, যার ফলে শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ কমে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। সম্প্রতি বাজার-ভিত্তিক সুদের হার প্রবর্তন ব্যাংকসমূহকে ঋণ প্রদানের সম্ভাব্য সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে যা ভবিষ্যতে শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ কমিয়ে আনবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির উপস্থিতিতে বাজার-ভিত্তিক সুদের হার প্রবর্তন প্রাথমিকভাবে ঋণের বিপরীতে সুদের হারকে বৃদ্ধি করবে যা সামগ্রিক ব্যয় হ্রাসের মাধ্যমে মূল্যস্ফীতির চাপকে কিছুটা প্রশমিত করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এছাড়া, Flexible interest rate-এর পাশাপাশি Crawling Peg Exchange Rate system-এর অধীনে টাকা-ডলার বিনিময় হার ব্যাপক অবচিতি করায় আমদানি পূর্বের তুলনায় ব্যয়বহুল হওয়ায় আমদানি ব্যয় হ্রাস পাবে যা উচ্চ মূল্যস্ফীতিকে কমিয়ে আনবে, ফলে আর্থিক খাতে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

তবে, সাম্প্রতিক সামষ্টিক অর্থনীতির চ্যালেঞ্জসমূহ সামনে রেখে কাঙ্খিত দেশজ প্রবৃদ্ধি অর্জনে গতিশীলতা বজায় রাখার পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ বাজারমূল্যের চাপ প্রশমন করে স্থিতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে সরকারের নীতি পদক্ষেপ অনুসরণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। চলমান বৈশ্বিক সংকটপূর্ণ ও যুদ্ধ-অস্থিরতার মধ্যে অর্থনীতির অগ্রাধিকার খাতসমূহ যেমন- কৃষি, রপ্তানিমুখী শিল্প, আমদানি বিকল্প শিল্প ও সিএমএসএমই খাতে প্রয়োজনীয় অবাধ ঋণ প্রবাহ নিশ্চিতকরণ, খেলাপী ঋণের মাত্রা হ্রাসে কার্যকর পথ নকশা বাস্তবায়ন, ব্যাংক খাতে পর্যাপ্ত তারল্য বজায় রাখার মাধ্যমে সামগ্রিক আর্থিক খাতের সুরক্ষা ও স্থিতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে মুদ্রানীতি ও রাজস্বনীতির সমন্বয় সাধনে বাংলাদেশ ব্যাংক ও সরকারের সমন্বিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

গবেষণা বিভাগ

(মানি এন্ড ব্যাংকিং উইং)

নির্বাচিত কিছু সূচকের তুলনামূলক অবস্থা জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৪

সংযোজনী-১

(বিলিয়ন টাকায়)

	মার্চ	ডিসেম্বর	সেপ্টেম্বর	মার্চ	ডিসেম্বর	মার্চ	পরিবর্তন সমূহ				
	২০২৪	২০২৩	২০২৩	২০২৩	২০২২	২০২২	ডিসেম্বর'২৩ এর তুলনায় মার্চ'২৪	সেপ্টেম্বর'২৩ এর তুলনায় ডিসেম্বর'২৩	ডিসেম্বর'২২ এর তুলনায় মার্চ'২৩	মার্চ'২৩ এর তুলনায় মার্চ'২৪	মার্চ'২২ এর তুলনায় মার্চ'২৩
১	২	৩	৪	৫	৫	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১। নীট বৈদেশিক সম্পদ	২৫৯৪.৩৬	২৭৭৪.৬৪	২৯৩৩.১৮	৩০৭৫.৯৬	৩১৯৩.৯৭	৩৫৬৪.০১	-১৮০.২৮	-১৫৮.৫৪	-১১৮.০১	-৪৮১.৬০	-৪৮৮.০৫
							-(৬.৫০)	-(৫.৪১)	-(৩.৬৯)	-(১৫.৬৬)	-(১৩.৬৯)
২। নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (ক+খ)	১৬৭৭৮.০৬	১৬৩১৬.৮৪	১৫৮৩৯.২৮	১৪৭১০.৬৪	১৪৩৮৫.৭২	১২৭৩৫.০৫	৪৬১.২২	৪৭৭.৫৬	৩২৪.৯২	২০৬৭.৪২	১৯৭৫.৫৯
							(২.৮৩)	(৩.০২)	(২.২৬)	(১৪.০৫)	(১৫.৫১)
ক) মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ	২০৩৬৪.৪৯	১৯৭১২.২২	১৯৩০৫.৭১	১৮১৫৯.৫৭	১৭৬১৭.৬২	১৫৬২৭.১১	৬৫২.২৭	৪০৬.৫১	৫৪১.৯৫	২২০৪.৯২	২৫৩২.৪৬
							(৩.৩১)	(২.১১)	(৩.০৮)	(১২.১৪)	(১৬.২১)
i) সরকারি খাত (নীট)	৩৯০৪.০১	৩৫১৬.৫৮	৩৭০৯.২১	৩২৪৫.৬২	২৯৩৬.১৯	২৩৫৪.৯৪	৩৮৭.৪৩	-১৯২.৬৩	৩০৯.৪২	৬৫৮.৪০	৮৯০.৬৮
							(১১.০২)	-(৫.১৯)	(১০.৫৪)	(২০.২৯)	(৩৭.৮২)
ii) অন্যান্য সরকারি খাত	৪৭৫.১৮	৪৮৮.৯৪	৪৬৫.৯৬	৪৪৫.৮৭	৪২০.১০	৩৫৭.৭৯	-১৩.৭৬	২২.৯৮	২৫.৭৮	২৯.৩১	৮৮.০৮
							-(২.৮১)	(৪.৯৩)	(৬.১৪)	(৬.৫৭)	(২৪.৬২)
iii) বেসরকারি খাত	১৫৯৮৫.৩০	১৫৭০৬.৭০	১৫১৩০.৫৪	১৪৪৬৮.০৮	১৪২৬১.৩৪	১২৯১৪.৩৯	২৭৮.৬০	৫৭৬.১৬	২০৬.৭৫	১৫১৭.২২	১৫৫৩.৭০
							(১.৭৭)	(৩.৮১)	(১.৪৫)	(১০.৪৯)	(১২.০৩)
খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-৩৫৮৬.৪৩	-৩৩৯৫.৩৮	-৩৪৬৬.৪৩	-৩৪৪৮.৯৩	-৩২৩১.৯১	-২৮৯২.০৬	-১৯১.০৫	৭১.০৫	-২১৭.০২	-১৩৭.৫০	-৫৫৬.৮৭
							-(৫.৬৩)	(২.০৫)	-(৬.৭২)	-(৩.৯৯)	-(১৯.২৬)
৩। মুদ্রা যোগান (এমং) (১+২)	১৯৩৭২.৪২	১৯০৯১.৪৮	১৮৭৭২.৪৬	১৭৭৮৬.৬০	১৭৫৭৯.৬৯	১৬২৯৯.০৬	২৮০.৯৪	৩১৯.০২	২০৬.৯১	১৫৮৫.৮২	১৪৮৭.৫৪
							(১.৪৭)	(১.৭০)	(১.১৮)	(৮.৯২)	(৯.১৩)
ক) সংকীর্ণ মুদ্রা	৪৫৫৩.৭৫	৪৫১৭.২৮	৪৪০০.১৭	৪৩৫২.৫২	৪৫২৫.৪১	৩৭৫৫.৫৫	৩৬.৪৭	১১৭.১১	-১৭২.৮৮	২০১.২৩	৫৯৬.৯৭
							(০.৮১)	(২.৬৬)	-(৩.৮২)	(৪.৬২)	(১৫.৯০)
i) জনগণের হাতে থাকা মুদ্রা	২৬১১.৯৫	২৫৪৮.৬০	২৫৩৫.০৫	২৫৪৬.৬৯	২৬৮১.৮২	২১২৬.৮৭	৬৩.৩৫	১৩.৫৫	-১৩৫.১৩	৬৫.২৭	৪১৯.৮২
							(২.৪৯)	(০.৫৩)	-(৫.০৪)	(২.৫৬)	(১৯.৭৪)
ii) তলবি আমানত	১৯৪১.৮০	১৯৬৮.৬৮	১৮৬৫.১২	১৮০৫.৮৪	১৮৪৩.৫৯	১৬২৮.৬৯	-২৬.৮৮	১০৩.৫৬	-৩৭.৭৬	১৩৫.৯৬	১৭৭.১৫
							-(১.৩৭)	(৫.৫৫)	-(২.০৫)	(৭.৫৩)	(১০.৮৮)
খ) মেয়াদি আমানত	১৪৮১৮.৬৭	১৪৫৭৪.২০	১৪৩৭২.২৯	১৩৪৩৪.০৮	১৩০৫৪.২৮	১২৫৪৩.৫১	২৪৪.৪৭	২০১.৯১	৩৭৯.৮০	১৩৮৪.৫৯	৮৯০.৫৭
							(১.৬৮)	(১.৪০)	(২.৯১)	(১০.৩১)	(৭.১০)
৪। রিজার্ভ মুদ্রা	৩৫৬৭.৮৯	৩৭২৩.১৬	৩৪৪২.৩৪	৩৪৫৬.০২	৩৮০০.১২	৩২১১.৫৬	-১৫৫.২৬	২৮০.৮২	-৩৪৪.১০	১১১.৮৭	২৪৪.৪৬
							-(৪.১৭)	(৮.১৬)	-(৯.০৫)	(৩.২৪)	(৭.৬১)
ক) নীট বৈদেশিক সম্পদ	২২৬৮.৯১	২৪৮১.৯৯	২৫৮৯.৭৮	২৮০৫.৩১	২৯৭৪.৯৮	৩৪৪৭.৫৬	-২১৩.০৮	-১০৭.৭৯	-১৬৯.৬৭	-৫৩৬.৪০	-৬৪২.২৫
							-(৮.৫৯)	-(৪.১৬)	-(৫.৭০)	-(১৯.১২)	-(১৮.৬৩)
খ) নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	১২৯৮.৯৮	১২৪১.১৭	৮৫২.৫৬	৬৫০.৭১	৮২৫.১৪	-২৩৬.০০	৫৭.৮২	৩৮৮.৬০	-১৭৪.৪৩	৬৪৮.২৮	৮৮৬.৭০
							(৪.৬৬)	(৪৫.৫৮)	-(২১.১৪)	(৯৯.৬৩)	(৩৭৫.৭২)
৫। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে গৃহীত	১২৭৮.১০	১২৬৭.০৭	১২৯০.৪০	১১১৭.৯৮	১০৫৩.৪৪	১২৮.০৪	১১.০৩	-২৩.৩৩	৬৪.৫৪	১৬০.১২	৯৮৯.৯৪
সরকারের নীট ঋণ							(০.৮৭)	-(১.৮১)	(৬.১৩)	(১৪.৩২)	(৭৭৩.১৩)
৬। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (মিলিয়ন মাঃ ডঃ)	২৫২৩১.৭০	২৭১৩০.০	২৬৯১১.০	৩১১৪২.৭	৩৩৭৪৭.৭	৪৪১৪৭.০					
৭। অতিরিক্ত তরল সম্পদ (বিলিয়ন টাকায়)[#]	১৬৭৭.০৯	১৬৩৩.০৫	১৬৪৪.৪০	১৫৩৭.৬০	১৪৫৭.২৭	১৯৯৯.৭৪					
৮। শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ (বিলিয়ন টাকায়)		১৪৫৬.৩৩	১৫৫৩.৯৮	১৩১৬.২১	১২০৬.৫৭	১১৩৪.৪১					
শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের অনুপাত(%)		৯.০০	৯.৯৩	৮.৮০	৮.১৬	৮.৫৩					
৯। টাকা-ডলার বিনিময় হার (মাস শেষে)	১১০.০০	১১০.০০	১১০.৫০	১০৬.৮০	১০৪.০১	৮৬.২০					
১০। প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার	১০৫.০৭[*]	১০২.৪২	১০৬.৫৭	১০২.৬৫	১০৪.৮০	১১৫.৪৯					
(REER) সূচক (ভিত্তি বছর ২০১৫-১৬)											
১১। মূল্যস্ফীতির হার (বার মাসের গড় ভিত্তিক)	৯.৬৯	৯.৪৮	৯.২৯	৮.৩৯	৭.৭০	৫.৭৫					
(ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬ এবং ২০২১-২২)[@]											

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ ও ডিপার্টমেন্ট অব অফসাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

নোটঃ বন্ধনীভূক্ত সংখ্যাগুলো পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক;

[#]= সিআরআর ও এসএলআর সংরক্ষণ করার পর; [*]= প্রাক্কলিত; [@]= এপ্রিল'২৩ হতে ভিত্তিবছর ২০২১-২২।